আজকের কাগজ

তারিখ 6 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# ১০৮টি দাতব্য ও বৃত্তি তহবিলের মাত্র ছ'টি বিতরণ!

প্রোব বার্তা সংস্থা ঃ অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, গত বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৮টি দাতব্য ও বৃত্তি তহবিলের মাত্র ছ'টি বিতরণ করা হয়েছে। বাদবাকি ১০২টি বৃত্তি তহবিল অব্যবহৃত রয়েছে। সম্প্রতি পেশকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ট্রাস্ট ফান্ড, বৃত্তি ফান্ড ফাউন্ডেশন ফান্ড, মেমোরিয়াল ফান্ড, স্বর্ণপদক ফান্ড, প্রভৃতি নামের ফান্ডগুলোতে বর্তমানে মোট এক কোটি উনসত্তর লাখ ৯৩ হাজার ৫শ' টাকা রয়েছে। এ অর্থ সুদ ও আসল মিলে। সুদের অর্থে প্রতিবছর স্বর্ণপদক বৃত্তি, এককালীন অনুদান দেয়ার বিধান থাকলেও তা দেয়া হচ্ছে না।

ব্যাংক অব ক্রেডিট এন্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল ফান্ডের এক লাখ ১৫ হাজার টাকার সুদ দাঁড়িয়েছে ৫৫ হাজার টাকা। অথচ এ অর্থ অব্যবহৃত রয়েছে এবং সোনালী ব্যাংকে জমা রেখে ইতিমধ্যে তা মূলধনে পরিণত করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি তহবিলের দায়িত্বে নিয়োজিত ডেপুটি রেষ্টার মোহাম্মদ সেলিম প্রোবকে জানায়, 'কোনো কোনো ট্রাস্টের ফান্ডের টাকা খুব অল্প যা দিয়ে পদক তৈরি সম্ভব নয়।' অথচ নয়টি যুক্তট্রাস্টের মোট অংক ২১ লাখ ১৪ হাজার টাকা। যার মধ্যে সুদ এক লাখ ৮১ হাজার টাকা। এ পরিমাণ টাকা থেকে কোনো প্রকার বৃত্তি বা পদক দেয়া হয়নি।

দেড় কোটি টাকার দাতব্য ও বৃত্তি তহবিল থেকে ৯৪-৯৫ সালে ব্যয় করা হয়েছে মাত্র ৬৮ হাজার ৮০ টাকা। এ ব্যয় ৯৩-৯৪ সালের এক তৃতীয়াংশ। ৯৩-৯৪ সালে ব্যয় ছিলো দেড় লাখ টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি ও দাতব্য ফান্ডের ৮০ ভাগ টাকা সোনালী ব্যাংকে এবং বাকি ২০ ভাগ জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও শিল্প ব্যাংকে বাৎসরিক ৫ টাকা হার সুদে জমা রাখা হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, একটু দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে সঞ্চয়পত্র কিনলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাধ্যমে ব্যবসায়িকভাবে বিনিয়োগ করলে অনেক বেশি মুনাফা অর্জন সম্ভব। এ ফান্ডগুলোর সঠিক ও লাভজনক ব্যবহারের উদ্দেশে গত ৪ মাসে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একাধিক মিটিং ডেকেছেন কিন্তু একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি।

বৃত্তি ও দাতব্য ফান্ডগুলো পরিচালনার জন্যে আলাদা কোনো দফতর নেই। ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) একজন কর্মচারির মাধ্যমে সার্বিক কাজ সম্পন্ন করেন। বৃত্তি ও পদক প্রদানের জন্যে ছাত্র বাছাই করারও কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি নেই। তা ছাড়া পদক বিতরণের জন্যে নিয়মিত কোনো অনুষ্ঠানও হচ্ছে না। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রিরা তাদের প্রাপ্য পদক ও বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।